দারসে কুরআন সিরিজ-২১

মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ-২১

মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯৩ ইং
বিশতম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ৪০ টাকা

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্য

✪ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান?

✪ যারা তাফসীর পড়ার বা শুনার সময় পাননা অথচ কুরআন বুঝতে চান?

✪ যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন

✪ যারা খতিব, মুবাল্লিগ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী

এই সিরিজের বৈশিষ্ট্য

✪ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা

✪ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ

✪ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি

✪ নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

✪ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো

✪ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

❋ মনে রাখার জন্যে ৯

❋ ১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ১৩

❋ উপরূক্ত দু'টি আয়াতের মূল শিক্ষা ১৯

❋ ঐক্য ও মুহাব্বত সৃষ্টির মূল ভিত্তি ২১

❋ ইসলামই হবে ঐক্যের ভিত্তি ২২

❋ আমার আশংকা ২৪

❋ মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা সম্পর্কে হাদীস ২৭

❋ আল্লাহর দেয়া হুশিয়ারী ২৯

❋ জনগণের প্রশ্ন ৩২

❋ লক্ষ্য করুন আল্লাহ কি বলেছেন ৩৬

❋ ঐক্যের সুফল অনৈক্যের কুফল ৩৮

❋ একটি কথার পূন ঃ স্মরণ ৪৪

❋ আমার প্রস্তাব ৪৫

❋ ওলামা সম্প্রদায়ের প্রতি আমার একটা বিশেষ নিবেদন ৪৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমরা যারা আল্লাহ এবং তাঁর শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আনিত দ্বীন ইসলামে বিশ্বাসী তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি যে, আমরা একই পিতা আদম (আঃ) ও একই মাতা বিবি হাওয়ার আওলাদ এবং বনী আদমকে সৃষ্টি করেছেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। এ উদ্দেশ্য এমন নয় যে প্রথম থেকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এ (মানুষ সৃষ্টির) উদ্দেশ্য থাকবে এক প্রকার অতঃপর নির্দিষ্ট সময়ের আর একটা যুগ পর্যন্ত সে উদ্দেশ্য হবে ভিন্ন প্রকার এমন নয়। আল্লাহ একই উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্যের মধ্যে রদ বদল হবে না কোন যুগেও। যেমন, ছাইকেলের আবিষ্কারক একটা উদ্দেশ্যে ছাইকেল নামক এক প্রকার গাড়ী তৈরী করেছেন। সে উদ্দেশ্য এমন নয় যে-কিছু দিন পর্যন্ত ছাইকেলকে গাড়ী হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পরে তাকে নৌকা হিসেবে এবং কয়েক যুগ পরে তাকে শুণ্যে উড়ার কাজে ব্যবহার করা হবে। এটা যেমন অদ্ভুত ধারণা তেমন মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক এক সময় এক এক প্রকার হওয়ার চিন্তা করাটাও উদ্ভুট চিন্তা। মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য চিরদিন একই আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের এ উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে না। আর সে উদ্দেশ্য হলো, মানুষ আল্লাহরই হুকুম মেনে চলবে।

অনুরূপ ভাবে কোন একই ধরনেই মটর গাড়ী যদি কোন কম্পানি লাখ খানেকও তৈরী করে তবে তার উদ্দেশ্য এমন হয় না যে, এ গাড়ী যারা চীন বা রাশিয়ায় চালাবে তারা নদী পথে চালাবে আর যারা ভারত বা পাকিস্তানে চালাবে তারা আকাশ পথে চালাবে আর যারা মক্কা মদিনায় চালাবে-তারা স্থল-পথে চালাবে। এটাও যেমন একটা উদ্ভুট কথা ঠিক তেমনই এটাও একটা উদ্ভুট কথা যে আল্লাহ চীন রাশিয়ার লোকদের এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন আর আমেরিকার লোকদের ভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং মুসলিম বিশ্বের লোক গুলোকে আল্লাহ ৩য় কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীর সমস্ত ছাইকেল গাড়ী যেমন একই কাজে ব্যবহার হয়। সমস্ত মটর গাড়ী যেমন একই কাজে ব্যবহার হয়। এমনকি পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তৈরীর পিছে যেমন একই বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। ঠিক তেমনই আল্লাহ বনি আদমকে একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।

সে উদ্দেশ্যটা যে কী তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধারণা থাকতে পারে এবং তা আছেও। কিন্তু আমরা যারা জাতে মুসলমান অর্থাৎ যারা আল্লাহকে

www.pathagar.com

"লাশারিক আল্লাহ" বলেই মানি তাঁর সমস্ত নবী রাসূলকে মানি, আসমানি কিতাবও মানি এবং মানি আমাদের শেষ নবী যার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না, আরও মানি কুরআন, হাদীস, পরকাল, হিসাব-নিকাশ, বেহেশ-দোযখ একই ভাবে এই মানার মধ্যে যাদের কোন গরমিল নেই তারাই হচ্ছে একটা জাতি যারা মুসলিম জাতি নামে পরিচিত এবং এই মুসলিম জাতির সংখ্যা বর্তমান পৃথিবীতে শোয়াশো কোটির মত। এই শোয়াশো কোটি মুসলমান যে কুরআন মানে সেই কুরআনের প্রথম নির্দেশ হচ্ছে ইকরা বা পড়। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে এ জাতির মধ্যে অক্ষর জ্ঞান আছে এবং নাম ঠিকানা কোন প্রকার লিখতে পারে এদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৩০ এর কাছাকাছি। অর্থাৎ যারা বাংলায় কথা বলে তারা বাংলা জানে না, যারা আরবীতে কথা বলে তারা আরবী জানে না যারা উর্দ্দুতে কথা বলে তারা উর্দ্দু জানে না যারা ইংরেজীতে কথা বলে তারা ইংরেজী জানে না। এভাবে যারা যে ভাষায়-ই কথা বলুক না কেন, তারা তাদের মাতৃভাষায় লেখা পড়া জানে না অবশ্য কোন দেশে মুসলমান শিক্ষিতের হার কিছু বেশী আর কোন দেশে কিছু কম, সব মিলিয়ে গড়ে আমরা প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ মসুলমান লেখা-পড়া জানি না। আর যারা কিছু লেখা-পড়া শিখেছি তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই কুরআনী বিদ্যা ছাড়াই শিক্ষিত এবং শিক্ষিত আল্লাহ বিরোধী শিক্ষা শিখেই। এটা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য একটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আমি এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েই আল কুরআন থেকে মুসলমান ভাই বোনদেরকে এমন একটা জরুরী শিক্ষার দিকে আহবান জানাতে চাই যে শিক্ষার অভাবে আজ আমরা পৃথিবীর সর্বত্রই মার খাচ্ছি। মাত্র হাতের আংগুলে গোনা কয়েক ডজন ইহুদিন কাছে আজ আমরা লাথি খাচ্ছি। তবুও আমাদের হুশ হচ্ছে না। হচ্ছে না যে শিক্ষাটার অভাবে তাহলো মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কী তাই আল কুরআন থেকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। জানিনা আল্লাহর কুরআনি শিক্ষা এ জাতি গ্রহণ করবে কিনা। তবে আমার সাধ্যনুযায়ী আমার দায়ীত্ব পালন করার এবং আমার ঈমানী তাকিদে আমার প্রান প্রিয় মুসলমান ভাইবোনদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহই জানেন এ প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হবে। পরিশেষে মেহেরবান আল্লাহর নিকট মুনাজাত করি যেন আমার এবং যারা এটা লেখার জন্যে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাদের মনের নেক নিয়ত পুরন করেন। -আমিন

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মনে রাখার জন্যে

আমাদের মনে রাখতে হবে যাই আল্লাহ হুকুম করেছেন তাই আমাদের জন্যে ফরজ। আর যাই আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাই আমাদের জন্যে হারাম। যেমন নামাজ, রোজার হুকুম কুরআনে আছে তা ফরজ এবং আমরা তা মেনে চলি। আর মদ, সুদ, এবং শুকুরের মাংশ আল্লাহ খেতে নিষেধ করেছেন। এই জন্যেই তা আমাদের জন্যে হারাম। ঠিক তদ্রুপই আল্লাহ মুসলমানের বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন, তাই বিচ্ছিন্ন ভাবে জীবন যাপন করা আমাদের জন্যে হারাম। আমাদের থাকতে হবে একতা বদ্ধ হয়ে ও থাকতে হবে একটি মূল নীতির উপর। আল্লাহর এ নির্দ্দেশ থেকে আমরা সরে গিয়ে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তবে অন্যান্য জাতির হাতে পদে পদে মার খেতে হবে, ও আখেরাতেও মুক্তি নেই।

يَا يُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْ
تُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ . وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ
جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً
فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ
عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ . وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى
الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ . وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . (ال عمران -٥-٢)

www.pathagar.com

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর সত্যকার অর্থে (বা ভয় করার হক আদায় করে) এবং তোমরা পুরাপুরি আল্লাহর অনুগত্য না হয়ে মরনা। এবং সকলে একত্রে মিলে আল্লাহর রজ্জু (অর্থাৎ আল্লাহর কুরআনকে) মজবুত ভাবে আকড়ে ধর। এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা মনে করে দেখ (এমন এক সময় ছিল) যখন তোমরা পরস্পর একে অপরে শত্রু ছিলে। (পরে ইসলাম গ্রহণ করেন) তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। অতঃপর তাঁর (আল্লাহ) দয়ার তোমরা একে অপরের ভাই হয়ে পড়লে। তোমরা আগুনের গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ তোমাদেরকে তার থেকে রক্ষা করলেন।

এই ভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দশন স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন যে তোমরা সৎ পথ পেতে পার। তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা দরকার যারা (মানুষকে) ভালর দিকে ডাকবে এবং ভাল কাজের হুজুম করবে আর খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। (প্রকৃত পক্ষে) তারাই সফল কাম হবে। তোমরা যেন তাদের মত হয়ে না যাও। তাদের নিকট স্পষ্ট আয়াত আসার পর তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্যেই রয়েছে কঠিন শাস্তি।

–সূরা আলে ইমরান - ১০২,১০৫

শব্দার্থ ঃ (১০২) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ـ ওহে (তোমরা) যারা ـ اٰمَنُوْا ঈমান এনেছ ـ اِتَّقُوا اللّٰهَ ـ আল্লাহকে ভয় কর ـ حَقَّ تُقٰتِهٖ ـ সত্যকার অর্থে ভয় করা (বা ভয়করার হক আদায় করে তাকে ভয় কর) وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا এবং তোমরা মরো না ব্যতীত ـ وَاَنْتُمْ এই অবস্থায় যে তোমরা مُّسْلِمُوْنَ ـ মুসলমান (এক সঙ্গে অর্থ হবে আল্লাহর পুরা অনুগত হওয়ার পূর্বে মর না) (১০৩) ـ وَاعْتَصِمُوْا তোমরা মজবুত করে আকড়ে ধর। بِحَبْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রশি (বা রজ্জু) এখানে রশি অর্থ আল–কুরআন তোমরা جَمِيْعًا

www.pathagar.com

সকলে- وَلَاتَفَرَّقُوْا এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ـ اُذْكُرُوْا মনে কর اِذْكُنْتُمْ ـ আল্লাহর দয়ার কথা نِعْمَتَ اللّٰهِ ـ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর ـ যখন তোমরা ছিলে اَعْدَاءً পরস্পর শত্রু فَاَلَّفَ পরে তিনি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিলেন ـ بَيْنَ মধ্যে ـ قُلُوْبِكُمْ তোমাদের অন্তরে। فَاَصْبَحْتُمْ ـ ফলে তোমরা হয়ে পড়লে। بِنِعْمَتِهٖ তার দয়ায় اِخْوَانًا ভাই ভাই। (এক বচনে- اَخٌ অর্থ ভাই) وَكُنْتُمْ এবং তোমরা ছিলে شَفَا حُفْرَةٍ গর্তের পার্শে فَاَنْقَذَكُمْ ـ مِنَ النَّارِ আগুনের।

অতঃপর তিনি তোমাদের উদ্ধার করলেন – مِنْهَا ঐটা থেকে كَذٰلِكَ এই ভাবে ـ يُبَيِّنُ اللّٰهُ আল্লাহ ব্যক্ত করে দিলেন لَكُمْ তোমাদের জন্য اٰيٰتِهٖ তাঁর নিদর্শন (এখানে আয়াত থেকে আল্লাহর নির্দেশ বুঝতে হবে) لَعَلَّكُمْ ـ যেন তোমরা تَهْتَدُوْنَ হেদায়াত বা সৎ পথ পেতে পার। (মূল শব্দ)

(১০৪) وَلْتَكُنْ আর তোমাদের হওয়া দরকার مِنْكُمْ তোমাদের ভিতরে থেকে اُمَّةٌ এমন একটা দল ـ يَدْعُوْنَ যারা আহ্বান করবে বা ডাকবে ـ اِلَى الْخَيْرِ ভালর দিকে ـ وَيَاْمُرُوْنَ এবং নির্দেশ দেবে عَنِ الْمُنْكَرِ ـ ভাল কাজের ـ وَيَنْهَوْنَ এবং নিষেধ করবে ـ بِالْمَعْرُوْفِ ـ খারাপ কাজ করতে ـ اُولٰئِكَ এরাই তারা যারা ـ مُفْلِحُوْنَ সফল কাম। (অর্থাৎ এদেরই জীবন সফল)

www.pathagar.com

كَالَّذِيْنَ ـ না তোমরা তাদের মত হয়ো وَلَاتَكُوْنُوْا ـ (১০৫) তাদের মত যারা ـ تَفَرَّقُوْا বিচ্ছিন্ন হয়েছে (বা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। وَاخْتَلَفُوْا ـ এবং মতবিরোধ করেছে- ـ مِنْ بَعْدِ পরে مَاجَاءَهُمْ ـ যা এসেছে তাদের নিকট ـ اَلْبَيِّنٰتُ সুস্পষ্ট ভাবে (আল্লাহ নির্দেশ)। اُولٰئِكَ এরাই তারা لَهُمْ যাদের জন্যে (রয়েছে) عَذَابٌ عَظِيْمٌ কঠিন শাস্তি।

১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ উক্ত আয়াতে মুসলমানদের একটা মূল শিক্ষার দিকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে এখানে আল্লাকে ভয় করতে বলা হয়েছে এমন ভাবে যেমন ভাবে ভয় করা উচিত। আর বলা হয়েছে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বের প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করা এবং সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবন যাপন করতে থাকা।

এখানে মনে রাখা উচিত যে জীবন যাপন করার জন্যে মাত্র দুটোই নীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে যথা-(১) আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি (২) আল্লাহকে অমান্য করে মনগড়া যার যা খুশি সেই নীতি অবলম্বন করে চলার নীতি।

এ কথা গুলোকে বলা চলে পূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে তার সারমর্ম এবং পরে যা বলা হবে তার ভূমিকা। এর পরে ইসলামের এমন এক মৌলিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে যা বিহনে একদিকে যেমন তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে চলা খুবই কষ্টকর অপর দিকে মুসলিম শক্তি বলে কোন শক্তিরই আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। তা হচ্ছে মুসলিম ঐক্য। মুসলিম ঐক্য ছাড়া যেমন দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তেমন মুসলমান হাজারো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে চলতে পারে নাঃ তাই পরবর্তি আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমানদের একই মূলসত্তাকে অবলম্বন করে থাকতে যার নাম আল-কুরআন।

www.pathagar.com

১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

এ আয়াতে বলা হয়েছে তোমরা সব মুসলমান একদলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুত করে ধরে থাকো। এখানে আল্লাহ যে হাবলুন শব্দ ব্যবহার করেছেন এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসয়ূদের এক রেওয়াতে আছে (كِتَابُ اللّٰهِ هُوَ حَبْلُ) আল্লাহ কিতাবই আল্লাহর রজ্জু এবং যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়াতে বলা হয়েছে (حَبْلُ اللّٰهِ هُوَالْقُرْاٰنُ) আল্লাহ রজ্জু হচ্ছে কুরআন। আরবীতে (حَبْلٌ -) অর্থ অঙ্গীকারও হয়ে থাকে এবং কোন কিছুকে উপায় বা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা বুঝানোর জন্যও (حَبْلٌ) শব্দ ব্যবহার করা হয় সব মুসলমানকে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির বা মানবের মহামূল্যবান জীবনের সার্বিক সফলতার জন্যে একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর কুরআনকে অবলম্বন করে সব মুসলমানদের এক কুরআনের পথের পথিক হয়ে যাওয়া। আল্ কুরআনের এ নির্দেশ মেনে চল্লে প্রথমতঃ আল্ কুরআনে বর্ণিত জীবন ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি মুসলমান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। দ্বিতীয়ত ঃ সব মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে কুরআনী নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর তৃতীয় তারা (মুলসমানরা) একটি শক্তিশালী সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হতে পারবে।

অন্যথায় প্রথমতঃ আল্ কুরআনের নির্দেশ আল্ কুরআনের মধ্যে লিখিত অবস্থায় থেকে যাবে-যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। দ্বিতীয়ত ঃ কুরআনী নির্দেশ বা কুরআনী আইন-কানুন যারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে তারা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তা করতে তো পারবেই না বরং তাদের পদে পদে মার খেতে হবে। তৃতীয়তঃ পৃথিবী থেকে 'মুসলিম শক্তি নামটাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোন দেশই মুসলিমশক্তিকে ভয় করবে না। তারা পদে পদে অপদস্ত হবে এবং পরকালেও হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত। তবে একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানদেরকে যে খুটি নাটি সব ব্যপারে একমত থাকতে হবে এটা বলা হয়নি, বলা হয়েছে মৌলিক ব্যাপারে বিভেদ নেই তেমন কুরআনের

www.pathagar.com

মৌলিক নির্দেশের মূল ব্যাপারে কোন বিভেদ মুসলমানদের মধ্যে থাকতে পারে না। ইসলামের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার উপরে যে মতভেদ ঐটার নাম বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, বরং ঐটাই হচ্ছে মূল জিনিসকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য চিন্তা ভাবনা এবং জ্ঞানও বিবেককে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যবহার করা। যেমন কেউ বল্লেন, কেউ স্ত্রীকে মা বল্লে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে আর কেউ বল্লেন, তালাক হবে না। প্রথম জনের যুক্তি হচ্ছে এই যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক এবং মুগাল্লেজা তালাকের উদ্দেশ্যেই মা বলেছে। সে তাকে আর কোন দিনও–অর্থাৎ তাহলীল করার পরেও গ্রহণ করবে না এই উদ্দেশ্যই মা বলেছে। ফলে তার স্ত্রী এমন তালাক হয়েছে যে আর কখনও তাকে গ্রহণ করতে পারবে না। আর ২য় ব্যক্তির যুক্তি হচ্ছে এই যে, কেউ তার স্ত্রীকে মা বল্লে সে সম্পূর্ণ ভুল কথা বলে। কারণ স্ত্রী যে মা নয়–অর্থাৎ আপন মা, দুধ মা, সৎ মা এর কোনটাই যে নয়, তা তাদের বিয়ের দিনই প্রমাণ হয়ে গেছে। যদি কোনদিক থেকেও সে মায়ের পর্যায়ে পড়ত তবে তো বিয়েই হতনা। ফলে সেই স্ত্রী যে তার কোনদিক থেকেই মা নয় তা বিয়ের সময়ই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ তার স্ত্রীকে মা বলে তবে সে বলে একটা ভুল কথা। কাজেই ভুল কথার উপরে ইসলামের কোন ফতোয়া চলবে না। তবে তেউ যদি তার স্ত্রীর কোন অঙ্গকে তার মায়ের অঙ্গের ন্যায় বলে উল্লেখ করে যেমন কেউ বল্লেন, আমার স্ত্রীর নাকটা ঠিক যেন আমার মায়ের নাকের মতো। এরূপভাবে মায়ের যে অংগের সঙ্গে স্ত্রীর যে কোন অংগের তুলনা করলে সে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এ ব্যাপারে ইমামের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ শুধু পূর্বে উল্লেখিত ধরনের কিছু কিছু ব্যাপারে যার সঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর কোনই সম্পর্ক নেই। যেমন ঃ

১। হুকুমত ইসলামী হতে হবে।

২। চোর-ডাকাত, মদখোর, জেনাকার ও লোক হত্যাকারীদের শাস্তি কুরআনি আইনে হতে হবে।

৩। ইসলাম বিরোধী কোন আইন মানুষ মেনে চলতে পারবে না।

৪। রাষ্ট্রে ইসলাম বিরোধী কোন আইন থাকতে পারবে না।

www.pathagar.com

৫। জিহাদের ডাক আসলে সবাইকে এক সঙ্গে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

৬। ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে সব মুসলমানকে একযোগে মুকাবিলা করতে হবে। ইত্যাদি ব্যাপারে কারো মধ্যে কোন মতভেদ থাকা আল কুরআনের মতে হারাম।

এসব ব্যাপারে পূর্ব জামানার নবীগণের উম্মতের মধ্যে মতভেদ হওয়ার কারণে তারা বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আজ আমাদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে ইসলামে রাজনীতি আছে কি নেই, এই মৌলিক বিষয়েও আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একজন আলেম আরেকজন আলেমের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে কুফরী ফতুয়া দিচ্ছেন এমনকি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম ৯৩ বছর বয়স পর্যন্ত ফতোয়া দিয়েছেন ইসলামে রাজনীতি হারাম। তারপর তিনি বল্লেন, আমি এতদিন যে ভুল করেছি তার থেকে তওবা করার উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে নেমেছি। এভাবে ইসলামরে মৌলিক বিষয়ের উপর মতবিরোধের পরিণতি এই দেখতে পাচ্ছি যে, যারা ইসলামী কোন না কোন দল করেন, তারা একে অপরের কথা শুনতেই রাজী না। প্রত্যেক দলই মনে করেন "আমাদের মত–ই ঠিক।" আমি নিজ চোখে যা দেখেছি তা হচ্ছে এই যে যারা তাবলীগ করেন তারা মনে করেন একমাত্র আমরাই ঠিক পথে আছি আর অন্যেরা রয়েছে ভুল পথে। ফলে তারা তাবলীগের বাইরের কোন কোন পীর সাহেবের বা কোন মাওলানা সাহেবের ওয়াজ শুনতে যান না, এমনকি আল কুরানের তাফসীরও তারা শুনতে রাজী না। তারা মনে করেন যারা বাতিল পন্থী তাদের কাছ থেকে কুরআনের তাফসীর শুনলে আমরা ও বাতিল হয়ে যাব। তাদের যদি বলা হয় আপনারা তাফসীর শুনুন এবং যদি মুফাচ্ছির কোন ভুল তাফসীর করেন তবে তা ধরে দিন। তাতেও তারা রাজী না। এতে যে তাওরাত, ইঞ্জিলের অনুসারীদের ন্যায় আমরাও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি তা আমাদের অনুভুতিতে ঢুকছে না। এভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়াকে আল্লাহ কোন নজরে দেখন তা তো শুনলেনই। আরো শুনুন।

www.pathagar.com

সূরা আল্ আন্য়ামের ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ط
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ -

অর্থাৎ "যারা তাদের দ্বীনকে খন্ড বিখন্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে (হে রাসূল) নিশ্চয়ই তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণই আল্লাহর উপর সোর্পদ রয়েছে। তিনি তাদেরকে (কেয়ামতের দিন) বলবেন যে তারা কি কি করেছে।"

এ আয়াতের মাধ্যমে যা জানা গেল তাতে তো ভয় হয় যে আমরা যেভাবে ইসলামী দলের নামে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছি তাতে আমরা কি রাসূলে করীম (সাঃ)–এর উম্মতের মধ্যে দাখিল আছি কি নেই। এ ব্যাপারে মনকে পিরপেক্ষ করে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখা উচিৎ এবং দিন থাকতে তওবা করে ফিরে আসা উচিৎ।

একই ব্যাপারে সূরা রুমের ৩১ও ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ
حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ه

"(তোমরা দাঁড়াও এ কথার উপর) তাঁর (আল্লাহর দিকে) দিকে রুজু করে ভয়কর তাঁকে এবং নামাজ কায়েম কর। আর সেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না। যারা নিজেদের দ্বীনকে আলাদা করে নিয়েছে, এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের প্রত্যেক দলই (তাদের যার যার) নিজের নিকট যা আছে ঐটাকেই সঠিক মনে করে এবং তা নিয়েই তারা মত্ত আছে।"

আল্লাহর সব সাবধান বাণী থেকে যারা সাবধান হবে না এবং আল্লাহ নিজে আল কুরআনের মাধ্যমে যা বলেছেন তা যদি আমরা উপেক্ষা করে

www.pathagar.com

চলি আর আমাদের যার যার ওস্তাদ, পীর, মুরব্বি ইত্যাদি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দগণ যারা লোকদের কাছে আল কুরআনের নাম উচ্চারণ করেন ঠিকই কিন্তু কুরআনের দিকে সবাইকে একত্রিত হওয়ার, সবক না দিয়ে যার যার নিজের দিকেই তারা লোকদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান, তাদের কাজটা কেমন হচ্ছে তা আল্লাহর ভাষা থেকেই বুঝা যাচ্ছে। সে কাজগুলো হচ্ছে মুশরিকদের অনুকরণে এবং তাদের কৃতকর্ম তারা আজ না বুঝলেও কেয়ামতে যেদিন আল্লাহ বলে শুনাবেন সেদিন তারা ঠিকই বুঝতে পারবে। তাই বলব, আসুন আমরা দিন থাকতে কুরআনের নির্দেশের দিকে ফিরে আসি। কিন্তু যদি মনে করি, যেমন আল্লাহ বলছেন "যার যার মতকেই তারা ঠিক মনে করে এবং তা নিয়েই তারা মগ্ন আছে।" আমরা যদি এই স্বভাবের হয়ে পড়ি তাহলে জীবনেও কোন দিন সত্যের সন্ধান পাব না। সত্যের সন্ধান পেতে হলে কুরআনকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে আল কুরআনের ব্যাখ্যাই হাদীস কাজেই কুরআনকে বাদ দিয়ে শুধু হাদিসের উপর নির্ভর করলে কোনটা জাল হাদিস আর কোনটা সহিহ হাদীস তা টের পাওয়া যাবে না। আর যদি কুরআনকে সঙ্গে রেখে হাদীস অধ্যায়ন করি তাহলে কুরআন ও হাদীস দুইটাই বুঝে আসবে এবং কোনটা জাল হাদীস তাও ধরা পড়বে। মনে রাখবেন, অনেক ইহুদী মুসলমান সেজে তাদের নিজেদের কথা, রাসূলের কথা হিসাবে চালানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল কুরআনের মধ্যে একটি জের, জবরও কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি। অর্থাৎ কোনটাকেই আলকুরআনের জাল আয়াত কেউই বলতে পারবে না, পারবে না কেউই কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করলেও। কিন্তু হাদীস হিসাবে অহাদীসকে অনেকে হাদীস বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। ফুরফুরার মেঝে হুজুরজাল হাদীস নামে একটা কিতাব লিখেছিলেন তার মধ্যে এমন বহু জাল হাদীস দেখেছি যা দিয়ে হর হামেশা নিরিহ মুসলমানদের নছিহত করা হয়। কাজেই আল-কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের সঙ্গে যে হাদীসের মিল নেই সেটাকে ত্যাগ করার জন্যে খোদ রাসূলে করীম (সাঃ) নির্দেশ করে গেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, যারাই জাল হাদীসের অনুসারী তাদের গলার আওয়াজ এত জোরাল যে তাদের সাথে মুকাবিলা করা এবং আল

www.pathagar.com

কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দিয়ে তাদের বুঝান বড়ই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে একটাই মাত্র পথ আছে তা হচ্ছে নিজের বিবেককে নিরপেক্ষ করে নিয়ে সরল মনে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝার চেষ্টা করা এবং মনকে সম্পূর্ণ গোড়ামী মুক্ত রাখা। একবার যদি আপনাকে গোড়ামীতে পেয়ে বসে তবে আপনি প্রেসিডেন্ট বুশ ও গর্বাচেভের মত জ্ঞানী হলেও আসল কথা বা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা আপনার মাথায় ধরা পড়বে না এবং তা ধরা পড়তে পারবে না কোন দিনই।

সূরা আল ইমরানের ঐ ১০৩ নং আয়াতে পরেই বলা হয়েছে। তোমরা আল্লার সেই অনুগ্রহের কথা মনে কর যা মুসলমান হওয়ার কারণে তোমরা পেয়েছিলে। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পূর্বে তোমরা ছিলে একে অপরের জানি শত্রু। কিন্তু ইসলাম নামক নেয়ামতের বদৌলতে তোমার মধ্যে সৃষ্টি হলো মুহাব্বত ; ফলে তোমরা শত্রুর পরিবর্তে হয়ে পড়লে ভাই ভাই। এমন ভাই ভাই হয়ে পড়লে যেমন ভাই ভাই একই মায়ের সন্তানেরা ও হতে পারে না। একমাত্র ইসলামের কারণেই এবং ইসলামের ঐক্যের শিক্ষা মেনে নেয়ার কারণেই তোমরা এরূপ ভাই ভাই হতে পারলে এবং এর ফলে তোমাদের শক্তি এত বাড়ল যে সারা পৃথিবী তোমাদের ভয়ে কেঁপে উঠল। পক্ষান্তরে এর পূর্বে তোমাদের অবস্থা ছিল এইরূপ যে, তোমরা জাহান্নামের আগুনের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে। অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্তই ছিলে আগুনের বাইরে। মৃত্যুর পরই তোমাদের জন্যে নির্ধারিত ছিল আগুন সে আগুন থেকেও তোমরা ইসলাম গ্রহণ ও তার নীতি মেনে চলার কারণে রেহাই পেলে আল্লাহর অনুগ্রহে। আর এসব কথা বলে দেয়ার কারণ হলো এই যে, যেন তোমরা আল্লাহ হেদায়াত মেনে চলতে পার।

www.pathagar.com

উপরূক্ত দু'টি আয়াতের মূল শিক্ষা

প্রথম আয়াতের মূল শিক্ষা হচ্ছে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর। অর্থাৎ জীবন-যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং কুরআন যে পথে চলতে বলে এবং সেই পথের যে নীতি রাসূলে করীম (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন তার থেকে বিন্দুমাত্র সরে না যাওয়া। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হবে যাই আল্লাহ পছন্দ করেন তাই করা এবং যাই আল্লাহ অপছন্দ করেন তার থেকে বিরত থাকা। এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে মানুষ যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু চিন্তা করে এবং কিছু না কিছু কাজ করে। এই সময়ের চিন্তার মূল বিষবস্তু হবে যে এই মুহূর্তে আমি কোন কাজ করলে আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করবেন এবং এই মুহূর্তে কোন কাজ করলে আল্লাহ তা অপছন্দ করবেন। এমন কি শুয়ে বসে থাকার সময়ও চিন্তা করতে হবে যে এখন কি আমার কোন কাজ ছিল যা করলে আল্লাহ আমার উপর খুশী হতেন এবং আমি তা না করে বসে রয়েছি এতে আল্লাহ আমার উপর নাখোশ হচ্ছেন। এভাবে চিন্তা করলে নিজের ঈমানী বিবেক যদি বলে যে, হা, এই মুহূর্তে আমার কিছু কাজ ছিল অথচ তা না করে আমি বসে রয়েছি তা হলে তক্ষুণি বসা থেকে উঠে পড়ে সেই কাজ তার করা উচিৎ যেন আল্লাহ তার উপর সর্বক্ষণই খুশি থাকতে পারেন।

২নং শিক্ষা হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের জাতিগত শক্তির ভিত্তিই হচ্ছে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুসলিম জাতীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা। যা আল্লাহর প্রকাশ্য নির্দেশ আর সেই সঙ্গে এটাও নিষেধ করে দেয়া হয়েছে যে তোমরা পরস্পর বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত হয়ো না। তাতেই মুসলিম শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর এটাই হচ্ছে মুসলিম শক্তির মূল উৎস। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যে জাতি তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য চায় না। আমরা দেখি যারা ইসলামের শত্রু তারা যত দলেই বিভক্ত থাকুক না কেন যখনই মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে ফলে তাদের শক্তি ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায় কিন্তু মুসলমান যখন দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেয় তখন কেউ

www.pathagar.com

কারো ডাকে সাড়া দেয় না। যার ফলে মুসলিম শক্তি নামে কোন শক্তিই আর কেউ স্বীকার করে না। যদি সত্যিকার অর্থে দুনিয়ার সব মুসলমানদের মধ্যে একটা ব্যাপারে ঐক্য থাকত যে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা সবাই এক দলবদ্ধ। তাহলে একে তো তাদের সম্মিলিত শক্তি একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হতে পারত। অপরপক্ষে প্রয়োজন হলে তাদের তেমনভাবেই আল্লাহ ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করতেন যেমন সাহায্য করেছিলেন বদর ও ওহুদ যুদ্ধসহ বহু যুদ্ধে। এমনকি পাক ভারত যুদ্ধে যে আল্লাহর ফেরেস্তাদের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তা খোদ ভারতের যুদ্ধ বিমান চালক পাইলটরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে সে যুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ছিল না এবং সৈন্যরা আল্লাহর বিধান লংঘন করে তাকওয়ার নীতি থেকে সরে পড়েছিল। সে যুদ্ধে তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। আফগানিস্তানেও যখন সবকটি ইসলামী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়েছে তখন এক বৃহৎ শক্তিও তাদের হাতে চরমভাবে মার খেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আবার যখনই তাদের ঐক্যে কিছুমাত্র ফাটল আল্লাহর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে তখনই আল্লাহর সাহায্য পাওয়া থেকে সাময়িকভাবে হলেও তারা বঞ্চিত হয়েছে। এসব দিক লক্ষ্য রেখে যদি এ দেশেও মুসলিম শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধ হতে পারত। ভিন্ন কথায় আল্লাহ প্রদত্ত ঐক্যের নির্দেশ মেনে চলতে পারত তা হলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মিদের নিমর্মভাবে শহীদ হতে হত না। আজ যখন দাড়ী-টুপি ওয়ালা লোকদেরকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে পিটাচ্ছে এবং খুন করে ফেলছে তখনও ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। একদল মার খাচ্ছে আর অপর দলভাবছে, 'আমাদের তো কিছু বলেনি।' কিন্তু আগামীকাল যেদিন এদেরকেও মাথায় টুপি আর মুখে দাড়ী দেখে ধরবে আর আচ্ছামত পিটান শুরু করবে সেদিন বুঝবে যে আল্লাহর কুরআনের দেয়া ঐক্যের নির্দেশ অমান্য করে কি ভুলই না করেছি। অবশ্য অনৈক্যের কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে সমসাময়িক কিছু কথা উদাহরণ স্বরূপ এখানে পেষ করা হলো।

www.pathagar.com

ঐক্য ও মুহাব্বত সৃষ্টির মূল ভিত্তি

আল-কুরআনের সূরা মরিয়ামের ৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ـ

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করতেছে অতি শীঘ্রই রহমান তাদের মধ্যে অবশ্যই ভালবাসার সৃষ্টি করে দিবেন।

অর্থাৎ আজ যারা মক্কার অলিতে-গলিতে লাঞ্ছিত হচ্ছে অপমানিত হচ্ছে এটা বেশীদিন স্থায়ী থাকবে না। সে দিন খুবই নিকটে যেদিন মুসলমান হওয়ার কারণে এদের উন্নত চরিত্র লোকে দেখবে সেদিন তাদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে এবং তাদেরকে মানুষ মুহাব্বত করবে। তারা একের প্রতি অপর হবে সহানুভূতিশীল এবং তা হবে শুধু ঈমান আনার এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে রাসূল করীম (সাঃ) -এর দেখান পথে চলার কারণে। তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে না এবং প্রত্যেকেই হবে একই দলবদ্ধ। ফলে তারা একটা বৃহৎ শক্তিতে পরিনত হবে। গায়ের ইসলামী বৃহৎ শক্তিগুলোও শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট মাথা নত করবে।

এরমধ্যে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, সবাই অর্থাৎ সব মুসলমান একই সঙ্গে আল্লাহর কুরআনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলে শয়তান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।

www.pathagar.com

ইসলামই হবে ঐক্যের ভিত্তি

বিভিন্ন জাতির মধ্যে আসমানী কিতাবকে বাদ দিয়ে অন্য যে কোন দুর্বল জিনিসের উপর ভিত্তি করে ঐক্য গড়ে তোলে ফলে তার ভিত মজবুত হয় না এবং তা হতেও পারে না। উদাহরণ সরূপ বলা যায়, যেমন কোথাও ঐক্যের ভিত্তি হয় বংশগত সম্পর্ক। কোথাও কর্মগত সম্পর্ক, কোথাও ভাষাগত সম্পর্ক, কোথাও অঞ্চলগত বা ভৌগলিক সীমারেখাগত সম্পর্ক এভাবে আজ পর্যন্ত যত সম্পর্কের উপরই ভিত্তি করে ঐক্যগড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে এবং তা বেশী দিন টিকতে পারেনি। যেমন আমাদের এই বাংলাদেশেও ভাষাগত ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তা টিকতে পারেনি বরং একই ভাষা ভাষীরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে। ভারতও ভৌগলিক সীমারেখা ভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা কম করেনি–কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সেখানে একই ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে ৩টি দেশ গড়ে উঠেছে এবং সেখানেও হাজার হাজার বনি আদমকে জীবন দিতে হচ্ছে। ঐক্য সেখানে গড়ে উঠে নাই। এটা অর্থাৎ এই ঐক্য কিসের ভিত্তিতে সম্ভব তা আল্লাহর চাইতে কারো ভাল জানার কথা নয়। তাই আল্লাহ ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে যে কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কথা বলেছেন এবং তা যারা ধারণ করেছিলেন তাদের মধ্যে যেমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তারা কেমনভাবে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা আল্লাহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে অহির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা হলো তার থেকে প্রমাণ হলো আল্লাহর কুরআনকেই যদি ঐক্যের ভিত্তি হিসেব আমরা সবাই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি তবেই সে ঐক্য হবে স্থায়ী এবং তার প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হবে এটা পরিক্ষিত সত্য। আল–কুরআনের ভিত্তিতে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা কোন ভাষা বা গোত্র বা বর্ণ বা ভৌগলিক অখন্ড এলাকা, এর কোনটাই বাধাগ্রস্থ করতে পারে না। এর ভিত্তি হচ্ছে সব কিছুর উর্ধ্বে। এবং এর ভিত্তিতে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা সারা পৃথিবীর মুসলমানদের একই রজ্জুতে বেঁধে ফেলে। এই জন্যেই এর নাম দিয়েছেন আল্লাহ حَبْلُ اللّٰه

www.pathagar.com

বা আল্লাহর রজ্জু। যা ছিড়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই যদি এই রজ্জুকে কেউ স্বইচ্ছায় ছেড়ে না দেয়।

বরং সত্য হচ্ছে এই যে, এই রজ্জুকে ছেড়ে দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেই আজ সারা দুনিয়ার মুসলমান পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং ছোট ছোট জাতির কাছে চরমভাবে মার খাচ্ছে।

এর জন্যে আল-কুরআনে আরো সাবধান বানী রয়েছে যার একটি আয়াত সূরা আনয়ামের ১৫৩ নং আয়াতে যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

এটাও তার হেদায়াত যে, এটাই আমার সোজা ও সরল পথ (অর্থাৎ এই কুরআনকে সবাই মিলে আঁকড়ে ধরার পথ) সুতরাং তোমরা এই পথেই চল। এছাড়া অন্যান্য কোন পথে চলো না। চল্লে তাঁর পথ থেকে শয়তান সরিয়ে নিয়ে তোমাদের ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এটাই হচ্ছে সেই হেদায়াত যা তোমাদের আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন। (এই পথে চল্লেই) সম্ভাবনা আছে তোমরা বাঁকা পথ থেকে উদ্ধার পেতে পারবে।

অর্থাৎ শয়তান যে মুসলমানদের কুরআনের পথ থেকে সরিয়ে বাঁকা পথে নিতে চায় তার হাত থেকে বাঁচতে হলে এই কুরআনের সহজ সরল পথকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। নইলে শয়তান বিচ্ছিন্ন করে ছাঁড়বেই।

www.pathagar.com

আমার আশংকা

আমার ভয় হচ্ছে যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত নবীর অনুসারীরাই জাতে মুসলমান। কিন্তু শয়তান তাদের ধোকা দিয়েছে আর তার ধোকায় পড়েগেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। ফলে তারা একই জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলে করীম (সাঃ) এর উম্মত তেমনভাবে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে কিনা এই ভয়ই এখন দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে কিছু সঙ্গত কারণে। আজ দেখছি মুসলমানদের মুখ দিয়েই বের হচ্ছে এটা আটরশির ইসলাম ওটা শর্ষীনার ইসলাম, ওটা ফুরফুরার ইসলাম, ওটা চরমুনার ইসলাম, ওটা লাহোরের ইসলাম, ওটা টুঙ্গির ইসলাম। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এরমধ্যে কোনটা আল্লাহর ইসলাম? মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইলের একটা দেশের মধ্যে যখন ইসলাম এতভাগে বিভক্ত দেখতে পাচ্ছি সেখানে সারা পৃথিবীর সব কটি মহাদেশের মুসলমান তাহলে কত ভাগে বিবক্ত? শুধু এই খানেই শেষ নয়, এটাও ফতোয়া দেয়া হচ্ছে যে, অমুক গ্রুফের লোক আর মুসলমান নেই। কাউকে কাউকে কাফের ফতোয়া দেয়া হচ্ছে। কারো পিছনে নামাজ পড়লে সে নামাজ দোহরাতে হবে–বলা হচ্ছে। অথচ তারা সবাই কুরআন–হাদীসের আলেম। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে এ জাতির ভবিষ্যত যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা চিন্তা করলেও গা শিউরে ওঠে। এরপরও কি আমাদের হুশ হবে না?

এটা চিন্তা করতে বলব চিন্তাশীল আলেম, সূফী, পীর, মাশায়েখসহ সমস্ত বিবেকবান মুসলমানদেরকে।

এর পরবর্তি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন। বলেছেন দু'টি মূলনীতিকে মেনে নেয়ার পর কি করতে হবে। যে দু'টি মূলনীতি হচ্ছে (১) তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করা, (২) আল্লাহর রজ্জুকে বা আল কুরআনকে মজবুত করে আকড়ে ধরা এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়া।

এরপর ১০৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন উক্ত মূলনীতির উপর টিকে থাকতে হলে তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকতে হবে যারা লোকদেরকে ভালর দিকে আহ্বান জানানোর কাজে লিপ্ত থাকবে। এটাকে

www.pathagar.com

একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করছি। আপনারা অবশ্যই দেয়াল ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করেছেন যে, দেয়াল ঘড়ির দোলনা যতক্ষণ দুলতে থাকে ততোক্ষন পর্যন্ত ঘড়িতে টাইম দিতে থাকে। আর যখনই দোলনা বন্ধ হয়ে যায় তখন ঘড়িতে টাইম দেয়াও বন্ধ হয়ে যায়। তদ্রুপ যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে একে অপরকে ভালর দিকে বা কুরআনি নির্দেশ মেনে চলার দিকে সঠিক পন্থায় বা কুরআন –হাদীসের আলোকে নির্ভুলভাবে বিজ্ঞোচিতভাবে আহ্বান করার কাজ চালু রাখবে ততক্ষণ পর্যন্তই সঠিক ইসলাম সমাজে চালু থাকতে পারবে, তাই বলা হয়েছে "তোমাদের মধ্যে এক দল লোক থাকতে হবে যারা লোকদেরকে ভালর দিকে আহ্বান করার কাজ চালু রাখবে। এই দলটার অর্থ এ নয়যে কিছু আলেম এ দায়ীত্ব পালন করলেই আমাদের প্রত্যেকেই দায়ীত্ব মুক্ত হতে পারবো।

এর অর্থ হলো প্রত্যেকের আওতা এক প্রকার হয় না। কারো কাজের আওতা দেশব্যাপী ব্যাপৃত হয়। কারো বা কাজের আওতা দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে কারো কাজের আওতা একটা জেলা বা উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইভাবে নামতে নামতে কারো কারো কাজের আওতা তার বাড়ীর ভিতর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই ভালর দিকে আহ্বান জানাতে হবে যার কাজের আওতা যতদূর বিস্তৃত তাকে ততটুকুর মধ্যেই এ কাজ চালু রাখতে হবে। এখানে এ কথা মনে করার কোন অবকাশ নেই যে এ দায়ীত্ব কিছু আলেম–ওলামা পালন করলেই চলবে।

একই আয়াতে এরপর বলা হয়েছে তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতে হবে যারা লোকদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে। এর মাধ্যমে উপরের যে নির্দেশ দান করা হয়েছে তাকে স্থিতিশীল করার জন্যে এক দল লোককে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ করা থেকে নিষেধ করার কথা বলা হয়েছে।

এর অর্থ এ নয় যে, আমরা যেভাবে লোকদেরকে ভাল কাজ করতে বলি এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করি ঠিক এই ধরনের নয়। এখানে লক্ষ্যনীয় যে আদেশ এবং নিষেধ করার অধিকার সেই রাখে যার আদেশ ও নিষেধ অমান্য করলে সে তাকে শাস্তি দেয়ার অধীকার রাখে এর জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন ঐটাকেই বলে রাজশক্তি। যে শক্তি হাতে আসার পূর্ব

www.pathagar.com

পর্যন্ত কেউ কাউকে হুকুম এবং নিষেধ করার অধিকার রাখতে পারে না। হা অবশ্য আমরা যেটুকু করি এটার নাম আদেশ-নিষেধ নয়, এটা হচ্ছে অনুরোধ মাত্র। অবশ্য অনুরোধ করারও নির্দেশ আছে যা রাজশক্তি ছাড়াই হয়। তা বলা হয়েছে সূরা আসরে ,সেখানে আল্লাহ অক্ষতিগ্রস্তদের যে কাজের কথা বলেছেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ। যথাঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থাৎ পরকালে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না তারা হচ্ছে সেই সব লোক যারা নিজেরাও ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্বাস সহকারে সৎকাজ এবং ধৈর্য ধারনের নির্দেশ দেয়।

ফল কথা হচ্ছে এই যে, একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে টিকে থাকতে হলে মুসলমানদের মধ্যে যেমন ঐক্য থাকা প্রয়োজন তেমন একে অপরের প্রতি সর্বক্ষণ সর্তক দৃষ্টি রাখা দরকার যেন সবাই পরস্পর একে অপরকে হকের উপর থাকতে এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার নছিহতের মাধ্যমে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করে রাখতে পারে। আর এইরূপ আচরণের মাধ্যমেই ইসলামী ঐক্য স্থিতিশীল হওয়া সম্ভব অন্যথায় নয়। সূরা আসরের মাধ্যমে আল্লাহ যা নির্দেশ দিচ্ছেন তার মধ্যে আরো একটি কথা লুক্কায়িত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর রজ্জু কখনোই ছিড়ে যাওয়ার মত নয়। তবে শয়তানের ওয়াস ওয়াসায় হাত ফসকে যেতে পারে। এর হাত থেকে বাঁচার জন্যে প্রয়োজন একে অপরকে সর্বদা হুশিয়ার রাখা যেন হাত ফসকে না যায়। আর এই ধরনের নেককাজে যারা লিপ্ত থাকবে তাদেরই কথা বলা হয়েছে। (أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) প্রকৃতপক্ষে পরকালের সফলতা এদেরই।

এরপর ১০৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা যেন তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহর নিকট থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পরও নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের মধ্যে খুটিনাটি ব্যাপারে মতভেদ করে মূল ইসলাম থেকেই ফিরে গিয়েছে এদের ভাগ্যে রয়েছে চরম শাস্তি।

www.pathagar.com

মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা সম্পর্কে হাদীস

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ তোমাদের যারই সামনে কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে তবে তাকেই সে মন্দ কাজ করতে বাধা দিতে হবে (আর এই বাধা দেয়াটাই হচ্ছে ঈমানী দায়ীত্ব) শক্তির দ্বারা। আর যখন শক্তি প্রয়োগে অসমর্থ হও তখন কথার দ্বারা বাধা দাও। আর কথার দ্বারাও যদি বাধা দিতে অসমর্থ হও তাহলে মন দ্বারা বাধা দাও। এই মন দ্বারা বাধা দেয়াকে অনেকে মনে মনে বেজার থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি যে, এখানে হুকুম হচ্ছে একটি কাজের যে অন্যায় কাজকে বাধা নিতে হবে উদ্দেশ্য মন্দ কাজ যেন সমাজে না থাকে এবং অন্যায় যেন সমাজ থেকে উৎখাত হয়ে যায় এবং সেখানে যেন ন্যায় কাজকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এর জন্যে পথ দেখান হয়েছে তিনটি ঃ

১। শক্তি থাকলে হাতের দ্বারা অর্থাৎ শক্তির দ্বারা বাধা দেয়া।

২। শক্তি না থাকলে মুখের কথার দ্বারা।

৩। আর কথা বলার মতও যদি সামর্থ না থাকে তবে মনের দ্বারা। কিন্তু হুকুম হচ্ছে অন্যায়কে উৎখাত করা। এখন যদি মনে মনে বেজার হয়ে থাকি তাহলেই কি অন্যায় উৎখাত হবে? বরং 'মনের দ্বারা' এর তাৎপর্য হচ্ছে মনে মনে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেন ক্রমান্বয়ে মুখও খোলা যায় এবং পরে শক্তি প্রয়োগও করা যায়।

এখানে লক্ষণীয় যে রাসূলে করীম (সাঃ) এর সামনে যখনই কোন কাজ করা হত তখন যেটায় তিনি বাধা দিতেন না বা নিষেধ করতেন না সেটা ইসলামে বৈধ বলে বিবেচিত হত। এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত বৈধই থাকবে। এর থেকে প্রমাণ হয় রাসূল করীম (সাঃ) এর ন্যায় আমরা যদি তাঁর উম্মত হয়ে থাকি তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে ইসলাম বিরোধী যে কাজই আমাদের সামনে হতে দেখব সে কাজ থেকেই জনগণকে বাধা দেয়া বা সে কাজে নিষেধ করা। অথচ তিক্ত হলেও সত্য যে, আমাদের (ওলামা সম্প্রদায়ের) সামনে এমন হাজারো কাজ হচ্ছে যা আমরা নিরবে দেখে

www.pathagar.com

যাচ্ছি। কিন্তু তার কোন প্রতিবাদ করছি না বা বলছি না যে ভাই এ কাজটা ইসলাম বিরোধী, আপনি এর থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে আমাদের দেশে বহু মাজার সৃষ্টি হয়ে গেছে যেখানে প্রকাশ্য শেরেকী হচ্ছে; তা আমরা চোখে দেখছি অথচ তার কোন প্রতিবাদ করছি না। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, মাজারে যা হচ্ছে ইসলামে তা বৈধ। এভাবে হাজারো অন্যায় আমাদের সামনে হচ্ছে কিন্তু তা কেউ বাধা দিচ্ছি না বা একটু নরম ভাষায় নিষেধও করছি না। এতে সাধারণের মধ্যে এমন মনোভাব গড়ে উঠছে যে, এসব ইসলামে বৈধ। এভাবে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশ অমান্য করে এক দিকে যেমন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি তেমন অপরদিকে আমরা নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দল উপদলে বিভিক্ত হয়ে পড়ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে যা অবৈধ তাকে নিজেরা বৈধ বলে স্বীকার করে নিচ্ছি এবং অপরকেও তা বৈধ বলে স্বীকার করতে বাধ্য করছি।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হলো তা থেকে এটাই স্পষ্ট হলো যে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী সৎ কাজের জন্যে আদেশ বা উদ্বুদ্ধ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে নিষেধ বা তা করা থেকে নিরুৎসাহিত করা। এ ব্যাপারে সামর্থ অনুযায়ীই কাজ করে যাওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই একটা দ্বীনি দায়ীত্ব। সেই সঙ্গে এ দায়ীত্ব পালন করতে হবে যেন আমরা পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন-যাপন এবং একই আল-কুরআনের নির্দেশ মেনে চলার জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে পারি।

মুসলানদের ঐক্যে যেন কোন দিক থেকেই ফাটল ধরতে না পারে সে জন্যে আল-কুআনের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ভাষায় যে সব কথা বলা হয়েছে তার কিছু নিম্নে দেয়া হল।

www.pathagar.com

আল্লাহর দেয়া হুশিয়ারী

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۔ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۔

অবশ্যই তোমাদের উম্মত একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব আমাকেই ভয় কর। কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মেধ্য টুকরা টুকরা করে ফেললো। তাদের প্রত্যেক দলের নিকট যা কিছু আছে তাতেই তারা মগ্ন রইল। –সূরা আল মুমেনুন, আয়াত–৫২,৫৩

আল্লাহর এই হুশিয়ারী থেকে আমারও মনের আশংকা যে আমরাও কি আমাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলছি এবং আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি যে দ্বীনের যে যেটুকু আঁকড়ে ধরে আছি সে সেই টুকুকেই পূর্ণ দ্বীন মনে করছি এবং সেইটুকু নিয়েই মগ্ন আছি। না জানি এই উম্মতের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কোন জায়গায় দিয়ে দাঁড়ায়। তাই সচেতন লোকদের এখনই সচেতন হতে হবে নইলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যে কোন জাতিতে পরিণত হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। মুসলমানদের মনে রাখা উচিত মুসলমানদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করছে খৃষ্টান মিশনারীরা। খোঁজ নিয়ে দেখুন আজ কত মুসলমান খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে।

সূরা আম্বিয়ার ৯২ও ৯৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ز وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۔ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ۔ الانبيآء

"তোমাদের এই উম্মত প্রকৃত পক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।

কিন্তু (লোকদের অবস্থা এই যে) তারা তাদের দ্বীনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে (অথচ) সবাইকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।"

–আন-নিছা-৯২,৯৩

www.pathagar.com

পূর্বের আয়াতের পরিপূরক আয়াত হিসাবে এখানেও আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে তোমরা এ কথা কেন ভুলে যাচ্ছ যে, পরকালে সবাইকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। সে দিন প্রত্যেকেই দেখতে পাবে যে, একটাই মাত্র দল দোযখের আগুন স্পর্শ ছাড়াই বেহেস্তে প্রবেশ করছে। আর যারা দ্বীনের মধ্যে নিজেদের মনগড়া ইসলাম বিরোধী নিয়ম পদ্ধতি ঢুকিয়ে দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে তাদের পরিণতি এই হবে যে, আজ গোড়ামির বশবর্তি হয়ে যা বুঝতে চাচ্ছে না তারা সেদিন তা বুঝে কোন ফল হবে না। সেদিন এ কথা বলতে হবে ঃ (এবং তারা সেদিন আফসোস করে) বলবে হায় যদি আমরা (সেদিন এই কুরআনের হেদায়াত) মনোযোগ সহকারে শুনতাম এবং (জ্ঞান দ্বারা নিরপেক্ষ মন নিয়ে) অনুধাবন করতাম তাহলে আজ আমরা এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না। -সূরা আল মূলক, আয়াত-১০

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

এভাবে আফসোস করবে পূর্ব যুগের আহলি কিতাব সহ আজকার দিনের মুসলমানদের একটা দলও। তাই বলি এখনো মাথায় সুবুদ্ধি আনুন এবং আমরা সবাই হুশিয়ার হই।

সূরা আনফালের ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ

আর তোমরা সকলে মিলে এক আল্লাহর এবং তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ কর না। এতে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে (তোমাদের শক্তি নষ্ট হবে) এবং তোমাদের মান-সম্মান, প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে।

এখানেও দেখা যাচ্ছে আল্লাহ পুনঃ হুশিয়ার করে দিয়ে বলছেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য একইভাবে করে যাও তাহলে আপনা হতেই তোমরা এক দলবদ্ধ থাকতে পারবে আর যদি

www.pathagar.com

পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে এবং খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মত বিরোধের কারণে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড় তাহরে একদিকে যেমন তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে অপরদিকে তেমন তোমরা অন্যান্য জাতির কাছ থেকেও কোন মানসম্মান প্রতিপত্তি সব কিছুই তোমাদের হারাতে হবে।

বাস্তবে দেখাও যাচ্ছে তাই। এখন আমরা আল্লাহ ও রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য থেকে যেমন ক্রমান্বয়ে সরে পড়তেছি তেমন আমরা ক্রমান্বয়ে একটা দুর্বল জাতিতে পরিণত হচ্ছি এবং আমরা আমাদের সাবেক মান মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এ সব দেখে কি আমাদের বিজ্ঞ ওলামা সম্প্রদায় ও সচেতন মুসলমানদের কানে পানি যাবে না? তাহলে এ জাতির ভবিষ্যৎ কি হবে তা কি কখনো ভেবে দেখি?

সূরা হুজরাতের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

“ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

আর তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ কর না এবং একে অপরকে মন্দ বা হেয় প্রতিপন্ন করার মত কোন নামে ডেক না। ”

এতে একে অপরের শত্রু হয়ে পড়ে এবং মুসলমান আর এক দলবদ্ধ থাকতে পারে না, এতে একে অপরকে মনে মনে খারাব জানে, আর বন্ধু ভাবাপন্ন থাকার পরিবর্তে একে অপরের শত্রু পরিণত হয়।

তিক্ত হলেও সত্য যে, আজ কোন কোন আলেম অন্য এমন সব জগৎ বিখ্যাত আলেমদের বিরুদ্ধে ফতোয়া ঝাড়ছেন এবং তাঁদের নামটা এমনভাবে উচ্চরণ করতে শুনি যা শুনলে একটা বাচ্ছা ছেলেও বোঝে যে, গুণি জনের নাম এভাবে উচ্চারণ করা কত বড় জঘণ্ন অন্যায়। কোন কোন আলেমের মধ্যে এমন ধারণা জন্মে গিয়েছে যে, এলম কালামের উত্তরাধিকারী একমাত্র আমিই। যদিও তারা ইসলামের বহু বিষয়ে অজ্ঞ। এভাবে তারা যে একে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছেন এর পরিণতি যে শুভ নয় তা মনে হয় একটা বাচ্ছা ছেলেও বোঝে কিন্তু বুঝছেন না কিছু অহংকারী আলেম। এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই চিন্তা করলে তার মাথায় ধরা পড়বে। অথচ সে সব আলেম

www.pathagar.com

মনে করছেন আমি যা বুঝি এর উপরে আর কোন বুঝ নেই। তারা কারো সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করতেও নামাজ। তারা মনে করেন আমার চাইতে আর কে বেশী বোঝে। যে তার সাথে আলাপ আলোচনায় বসব? জাতির অধঃপতন যুগে যুগে এই ধরনের লোকদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে আজও তারা মুসলিম সামাজে ঐক্যের পরিবর্তে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কাজে লিপ্ত রয়েছেন। যার ফলস্বরূপ ইসলাম বিরোধী শক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর ইসলামী শক্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হওয়ার পথে। তবে আশার কথা এই যে, সচেতন জনগণ এসব বিরোধ সৃষ্টিকারী আলেমদের এই ক্ষুদ্র গ্রুফটিকে চিনতে ভুল করছেন না যদিও কিছু অন্ধ ভক্ত তাদের আছে।

আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি আল্লাহ তাদের এবং আমাদের গোটা মুসলিম জাতিকে সুবুদ্ধি দান করুন যেন আমরা পরস্পর বন্ধু হওয়ার পরিবর্তে শত্রু হয়ে না পড়ি।

জনগণের প্রশ্ন

আমরা যে দুই ধরনের আলেমদের কথা শুনি যারা একজনের বিরুদ্ধে অপরজন ফতোয়া দেয়। এদের কাদের কথা শুনব। এর সহজ জবাব হচ্ছে এই যে সমাজে ইসলাম কায়েমের যাদের কোন কর্মসূচী নেই, এমনকি তাদের কোন জামায়াত বা সংগঠন ও নেই। তাদের একমাত্র কাজ হলো ইসলাম বিরোধী দলের পক্ষে আর ইসলামী সংগঠনের বিপক্ষে কথা বলা। আর ফতোয়ার কাজে লিপ্ত থাকা। এছাড়া তাঁদের আর কোন কর্মসূচী নেই। এই ব্যাপারে আল্লাহ নির্দেশ হচ্ছে এই যে ঃ

সূরা মায়েদা আয়াত নং-২

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۔

"অনুবাদ ঃ তোমরা আল্লাহ ভিতি ও সৎ কাজে লিপ্তদের সহযোগী হও এবং পাপ ও সীমা লংঘন করার কাজে সাহায্য করনা। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর কেননা তার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।"

www.pathagar.com

এখানে লক্ষ করুন, বাংলাদেশে এমন ও ইসলামী সংগঠন আছে যাদের কর্মসূচীর মধ্যে যেমন সমাজের সেবা মূলক কাজ আছে এবং যারা গত বন্যার পরে এমন এমন কাজ করেছে যে কাজ মেথররা করে। সে কাজ তাঁরা নিজ হাতে করেছেন। আরো কত সেবা মূলক কাজ কত ইসলামী সংগঠন করে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে কিছু আলেম আছেন যারা তাঁদের বিরোধীতার কাজে লিপ্ত। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কি তা আল্লাহ এত স্পষ্ট করে বলেছেন যা আর ব্যাখ্যার কোন অপেক্ষা রাখেনা।

আশা করি আল-কুরআনের এসব হুশিয়ারী বাণী থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব এবং আল্লাহর পথে যারা কাজ করে যাচ্ছে আল্লাহরই নির্দেশক্রমে তাদের সহযোগী হব।

সবাইকে একই দলবদ্ধ হয়ে মতোবিরোধ দুর করার জন্যে এবং দ্বীনকে টুকরো টুকরো করার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে আল্লাহর দেয়া মূল নীতির ভিত্তিতে সবাইকে আহ্বান জানাবার জন্যে তাঁর রাসূলকে যে হেকমত শিখিয়ে দিলেন তা হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বল্লেন তুমি এই কথা বলে লোকদের ডাক যেঃ

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا
اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ اٰلِ عِمْرٰن

(হে রাসূল) "আপনি বলেদিন হে কিতাব ধারীগণ এস আমরা এমন এক (বা যাতে তোমরা এবং আমরা পূর্ব হতেই একমত রয়েছি) তা হচ্ছে এই যে এস আমরা (১) এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত বা দাসত্ব বা আনুগত্ব করব না, (২) আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করব না এবং (৩) আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যকার কেউ একে অপরকে রব বানিয়ে নেব না। আর এতে তারা যদি রাজী না হয় তবে তাদের পরিস্কার করে বলে দাও যে–তোমরা সাক্ষী থাক একথার যে আমরা(পুরাপুরিই আল্লাহর

www.pathagar.com

অনুগত্য) মুসলমান।" এখানে সকল আসমানী কিতাবে বিশ্বাসীদের যে তিনটে বিষয়ে একমত হতে বলা হয়েছে। আমরা যদি মাত্র এই ৩টি বিষয়ে একমত হতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের দ্বীন খন্ড বিখন্ড হতে পারে না। আমাদের যত মতোবিরোধ তার মূলে যে মাত্র ঐ ৩টি বিষয় এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা আমাদেরই ভিতর থেকে যে একে অপরকে রব বানিয়ে নেই তা যারা স্পষ্ট করে না বললে বোঝে না তাদেরকে খুবই স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্যে আল্লাহ সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

তাদের নিজেদের প্রভাবশালী আলেম ও পীর দরবেশদেরকে তারা নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহকে বাদ দিয়েই। চিন্তা করলে সহজেই আমাদের মাথায় ধরা পড়বে যে আমরা আমাদের মুরব্বি বা ওস্তাদ পীরদের কথা এমন মানা মানি যার সমতুল্য করে আল্লাহর নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হচ্ছি। আজ আমাদের নিকট হুজুরদের লেখা নেছাব বা ওজিফার কিতাবের যে মর্যাদা আছে সে মর্যাদা কি আল্লাহর কালামকে দিয়ে থাকি? বরং এটাই সত্য যে মুরব্বিদের নিষেধের কারণে আমরা আল-কুরআনের তাফসীরেও রীতি মত বাধার সৃষ্টি করছি আর বলছি যে এটা মুরব্বিদের নিষেধ। এখানে যা আমি লিখছি তা আমার অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছি। খুবই দুঃখের সঙ্গে বলছি যে আমি বহুস্থানে তাফসীর করতে গিয়ে দেখেছি তাফসীর শুরু করলেই একটা গ্রুফ যারা আল্লাহর কথার চাইতে মুরব্বিদের কথার মূল্য বেশী দিয়ে থাকেন তারা দল বেঁধে উঠে যান আল্লাহর কথা শুনলে নাকি তাদের বিভ্রান্ত হওয়ার ভয় আছে। অথচ আল-কুরআন বলছে একমাত্র কাফেররাই বলে যে কুরআন অর্থসহ শুননা। "বলা হয়েছে সূরা হা-মীম আস্‌সাজদার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ -

www.pathagar.com

আর যারা কুফরী করে তারা বলে খবরদার তোমরা কুরআন (অর্থসহ) শুন না। (আরবের লোক প্রত্যেকেই কুরআন শুনলেই তার অর্থ বুঝত এই অর্থ বোঝাটাই ছিল কাফেরদের গাত্রদাহের মূল কারন। এই জন্যে লোকদের নিষেধ করত এই বলে যে খবরদার এই কুরআন শুন না) আর যখন তা শুনান হয় তখন তাতে তোমরা গোন্ডগোলের সৃষ্টি কর (যেন কেউ তা না শুনতে পারে) তাহলেই তোমরা জয়ী হতে পারবে।"

এখান থেকে বুঝতে মোটেই কোন কষ্ট হয় না যে কুরআনের অর্থ শোনা থেকে বিরত রাখা কাদের কাজ। আমাদের ভুল্লে চলবে না যে কুরআন আল্লাহর বানী। আর তা শোনার অর্থ হলো আল্লাহর কথা শোনা। আর কুরআন বোঝার অর্থ হলো আল্লাহর কথা বোঝা। কিন্তু যারা এর থেকে ফিরায় তাদের যুক্তি হচ্ছে কুরআন বুঝা খুবই কঠিন, কাজেই তা কেউ বুঝতে যেওনা অথচ আল্লাহ নিজেই বলেছেন আমি কুরআনকে বুঝবার জন্যে তা সহজ করে দিয়েছি। সূরা আল কামারের ১৭, ২২, ৩২, ও ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ একই কথা ৪ বার বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ

আর আমি তো এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ মাধ্যম করে দিয়েছে, এখন তোমরা কে আছ উপদেশ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত?

আল্লাহ যেখানে নিজেই বলেছেন কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ মাধ্যম করে দিয়েছি। সেখানে আমরা যদি বলি কুরআন বুঝা খুবই কঠিন তাহলে আল্লাহর কথা অস্বীকার করা হয়না কি? মূল কথা কুরআন বুঝলে তারা আর মেকী ইসলামে থাকবে না, এই কারণেই বলা হয় কুরআন বুঝা কঠিন। আমাদের মাথায় কি এত টুকু কথা ধরবে না যে যে কুরআন নাযিলই করা হয়েছে মানুষের উদ্দেশ্যে এবং মানুষ তা বুঝবে এবং সেই মুতাবিক কাজ করবে, সেই কুরআনকে আল্লাহ এমন কঠিন কেন করবেন যেন মানুষ তা না বোঝে?

তারা অনেক সময় এমন ও বলেন, কুরআন কি আর যে সে বুঝতে পারে। তাদেরকে বলুন যে চলুন যেখানে কুরআনের তাফসীর হয় সেখানে আপনাদের পছন্দ মত কোন বড় আলেম নিয়ে গিয়ে শুনুন। তার পর যিনি কুরআন বুঝান তার কোন ভুল হলে তিনি ধরে দিবেন যে এটা ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। এরূপ বল্লে দেখবেন কেউ এগোবেনা।

www.pathagar.com

এভাবে তারা কুরআন বুঝতে না দিয়ে একদিকে যেমন সমাজে দ্বীন কায়েম করার পথে তারা বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তেমনই অপরদিকে তারা দ্বীনকে খন্ড বিখন্ড করে ছাড়ছেন। এর জন্যে প্রয়োজন সচেতন ব্যক্তিদের সদা সচেতন থাকা।

উপরূক্ত আয়াত গুলোতে যা বলা হয়েছে তার পরিপূরক বা সম্পূরক আয়াত হিসাবে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আয়াত আছে। তার ভিতর আমরা মাত্র ২৫ পারার সূরা আশ শুরার ১৩ নং আয়াত থেকে আরো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করব।

লক্ষ্য করুন আল্লাহ কি বলেছেন

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ -

অনুবাদ ঃ তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মোহাম্মদ) আমি অহীর সাহায্যে তোমার নিকট পাঠিয়েছি। আর যার নির্দেশ দিয়ে ছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই তাকীদ সহকারে যে (সামাজে) প্রতিষ্ঠিত কর দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে তোমরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে (বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে) যেও না। এ কথা মুশরিকদের জন্যে বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে যার দিকে (হে মোহাম্মদ) এই লোকদের আহবান জানাচ্ছে বা দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে চান আপন করে নেন এবং তিনি তার দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তার দিকে মনোনিবেশকরে।"

শব্দার্থ ঃ شَرَعَ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন لَكُمْ তোমাদের জন্যে مِنَ الدِّيْنِ দ্বীনের নিয়ম-কানুন। مَا যা وَصّٰى নির্দেশ দিয়ে ছিলাম بِهٖ তার প্রতি

www.pathagar.com

نُوْحًا নূহকে وَالَّذِىْ এবং যা اَوْحَيْنَا আমি অহি পাঠিয়েছি اِلَيْكَ তোমার প্রতি وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম। اِبْرٰهِيْمَ ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى যে اَنْ (সমাজে) اَقِيْمُوا প্রতিষ্ঠিত কর الدِّيْنَ (আল্লাহর দোয়া) জীবন বিধান। وَلَا تَتَفَرَّقُوْا আর তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেও না। فِيْهِ এতে বা এই ব্যাপারে (অর্থাৎ সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে) كَبُرَ খুবই কঠিন ও দুঃসহ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ মুশরিকদের জন্যে مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ যার দাওয়াত দিচ্ছ তাদেরকে। اِلَيْهِ যার দিকে اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ আল্লাহ বাছাই করে নেন বা আপন করে নেন اِلَيْهِ তার দিকে مَنْ يَّشَآءُ যাকে চান وَيَهْدِىْٓ এবং পথ দেখান তার দিকের اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ যে তার দিকে মনোনিবেশকরে।

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণ হলো, হযরত নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে আমাদের রাসূলে করীম (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক (উল্লেখিত) নবী গণের উপর শরিয়ত নাযিল হয়েছে। এবং মুসলামানদের জন্যে নির্ধারিত আইন-কানুন নাযিল করেছেন এবং তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার হুকুম করেছেন। আর বলেছেন দ্বীন কায়েম করার ব্যাপারে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে না। আর বলা হয়েছে তোমরা যে দ্বীন সমাজে কায়েম করতে চাও কিন্তু তা মেনে নেয়া মুসলমান ছাড়া মুশরিকদের জন্যে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তারা তা পছন্দ করবে না তবুও তোমাদের এ কাজ করতে হবে এতে যখন দ্বীন বিরোধী একদল লোক বাধা দেবে তখন তাদের সাথে মুকাবিলা করেই তোমাদের সব দ্বীনদার মুসলমানদের এক দলবদ্ধ হয়ে একাজ করতে হবে। আর এ ব্যাপারে যদি পরস্পর ভিন্ন মত পোষন কর আর এক দলবদ্ধ না হতে পার তাহলে যা মুশরিকরা সমাজে কায়েম রাখতে

www.pathagar.com

চায় তাই সমাজে কায়েম থাকবে। আর তোমরা যে দ্বীনকে সমাজে কায়েম করতে চাও তা সমাজে কায়েম করতে পারবে না, ১১ কোটি মুসলমানের দেশে দ্বীন কায়েম নেই, কায়েম আছে কুফরী জীবন ব্যবস্থা এটা কি কম লজ্জার কথা? কাফেররা যে নীতি মানতে পছন্দ করে আমরা তাই মেনে চলছি আর আমরা যা পছন্দ করি তা আমাদের কিতাবেই আছে। সমাজে নেই। সামজে আছে শুধু কোন্দল এর কি জবাব আছে আল্লাহর নিকট? তা কি কেউ কোন দিন ভেবে দেখেছি? খুটি-নাটি কোন কোন ব্যপারে মতোবিরোধ হতে পারে যেমন খুবই ছোট-খাট ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে সামান্য মত পার্থক্য হয়েছে। তাই বলে দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে কারো মধ্যে কোন মত বিরোধ ছিলনা। এসব দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে মতো পার্থক্যদূর করে আল্লাহ্‌র কুরআনি আইনকে সমাজে কায়েম করার জন্যে একই সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা করা। আর এতটুকু সহজবুঝ যদি আমাদের মাথায় না ধরে তাহলে আজ আর কিছু বলার নেই। তা বুজতে হবে এমন দিন যেদিন বুঝে আর কোন ফায়দা হবে না বরং লজ্জিত হতে হবে পরকালে এবং অবাধ্যদের দলভূক্ত হতে হবে। তখন সবাই বুঝবে দ্বীনকে খন্ড বিখন্ড করার পরিনতি কি? এবং আল্লাহর কুরআনকে আকড়ে ধরে এক দলবদ্ধ থাকার প্রয়োজন কত বেশী।

আশাকরি আল্লাহ দিন থাকতে আমাদের সুবুদ্ধি দিবেন।

ঐক্যের সুফল অনৈক্যের কুফল

সূরা ইয়াসিনে আপনারা অবস্যই পড়েছেনঃ

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ
فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ـ

যখন আমি তাদের প্রতি দুইজন লোক পাঠাই তখন তারা তাদের মিথ্যা সাব্যস্ত করে। অতঃপর যখন তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠাই তখন আমি ইজ্জত বৃদ্ধি করে দেই। তারা তিনজনে যখন এক যোগে বল্লেন, আমরা সকলেই তোমাদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি তখন তিনজনের

www.pathagar.com

সম্মিলিত চেষ্টায় যে কাজ হলো দুজনের দ্বারা তা হয়নি। সম্প্রতিক কালের দিকে লক্ষ করুণ আফগানস্থানে কয়েকটি ইসলামী দল ছিল। তাদের বিভিন্ন নেতাও ছিলেন তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীও ছিল। যতদিন এই সবকটি দল একত্রে মিলিত না হয়েছে ততদিন তারা মারখেয়েছে আর যখনই তারা একত্রে মিলিত হয়ে ঐক্যেবদ্ধভাবে লড়েছে তখনই তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য নাযিল হয়েছে এবং তারা কয়েকটি বড় বড় শহর ছাড়া পুরা আফগানই আজ তাদের দখলে। শুধু তাই নয় সবচাইতে বড় একটা শক্তিকেও তারা তেড়েদিতে সক্ষম হয়েছে।

সময়ের দাবীতে বাংলাদেশেও এখন এমন একটা পরিস্তিতির সৃষ্টি হয়েছে যে জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী দলকে ঐক্যেবদ্ধভাবে বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এখনই সময়। নইলে ২টি ভয় আমার সামানে যথা ঃ

১. বিদেশী মদদে এদেশকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা আরোজোরদার হতে পারে।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্পূর্খীন হতে পারে। কাজেই সচেতন মুসলমানদের এখনই ঐক্যেবদ্ধ হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে আমরা নিকট অতীতের দিকেও একটু তাকিয়ে দেখতে পারি। আমরা দেখলাম যেমন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে পাকিস্থান হলো। আফগানস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে নাস্তিক শত্রুরা ভাগতে বাধ্য হলো। ঐক্যের ঘাটতি ঘটায় পাকিস্থান দ্বিখন্ডিত হলো। তবুও আল্লাহর অশেষ মেহের বানীতে প্রকাশ্য নাম পাল্টে গেলেও এটা সেই মুসলমানদের দেশই রয়ে গেল কিন্তু বডার মুছল না। যদি পূর্বেই পাকিস্তানের নামে দেশটা ভাগ না হয়ে থাকত তাহলে এমন কোন যুক্তি ছিলনা যার ভিত্তিতে ভারত থেকে পৃথক হয়ে এটা একটা স্বাধীন সার্বোভৌম রাষ্ট্র হতে পারত। এর পরও আল্লাহর মেহেরবানী হলো জেলখানার মধ্যে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ঐক্যের স্বীকারুক্তি ও তাদের বুকফাটা কান্না বিজড়িত মুনাজাতের ফলে আল্লাহর গায়েবীমদদ নাজিল হলো, ১৫ ই আগষ্ট (১৯৭৫) দেশের পট পরিবর্তন হল। দেশের জনগণ হাফছেড়ে বাঁচল। আবার চল্লো এক অশুভ চক্রান্ত। ৩রা নভেম্বর থেকে মনে হচ্ছিল দারুন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। মানুষের বিশেষ করে যাদের

www.pathagar.com

মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় তারা আবার হাততুলে মুনাজাতে বসল। সেপাহিজনতা এক হয়ে গেল, সেপাই যখন জনতার কাতারে আর জনতা গেল সেপাইয়ের কাতারে। এভাবে জনতা সেপাই সেপাই জনতা এক হয়ে যখন আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে ঢাকাকে কাপিয়ে তুললো। তখন এই ঐক্যের ফলেই আল্লাহর গায়েবীমদদ নেমে এলো ৭ই নভেম্বর রাতের অন্ধকার চিরে। এক নতুন রূপধরে নতুন আলো নিয়ে এক নতুন সূর্য।

দেশটা আল্লাহর অশেষ মেহের বানীতে ব্রাহ্মবাদী চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা পেল ও ভারতের গোলাম হওয়ার হাত থেকে বেঁচেগেল। শত্রুরা হারমানতে বাধ্য হলো। কেউ পরজগতে পৌছেগেল আর কেউ গিয়ে আশ্রয় নিল মাসিমার আচলের তলে।

এভাবে দুনিয়ার এমনবহু নযীর আছে যার থেকে আমরা বার বার এবং বহুবার দেখতে পেয়েছি যে ঐক্যের পিছনেই থাকে আল্লাহর গায়েবীমদদ। তাই ঐক্যের শক্তির চাইতে বড় কোন শক্তির খবর আমাদের জানানেই। আল্লাহর হুকুম "তোমরা ঐক্যেবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু বা আল্লাহর কুরআনকে আকড়ে ধর।" এই হুকুম যারাই কাটায় কাটায় মেনে চলেছে, তারাই পেয়েছে আল্লাহর মদদ এবং তাদেরই হাতে শোভা গেয়েছে বিজয়ের পতাকা। অর্থাৎ যারাই বিশ্বাস করেছে যে আল্লাহর শক্তির চাইতে বড় শক্তি আর কারো নেই, তারা কোথাও পরাজিত হয়নি। বিশেষ করে আমরা আদর্শ হিসাবে যেটা দেখেছি রাসূলে করীম (সাঃ) এর জমানায় সেটা হচ্ছে মুহাজির ও আনছার সাহাবীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানদের হাতে এসে গেল প্রায় অর্দ্ধ দুনিয়া।

আর সেই নবীর উম্মত হয়ে আমাদের ঈমানী অবস্থা আজ কি করুণ। আজ মুসলমান মার খাচ্ছে প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র। চীন ও রাশিয়ার মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন কমছে। তাদের মসজিদকে পরিনত করা হয়েছে প্রাইমারী স্কুলে কোন কোন মসজিদ রয়েছে তালাবদ্ধ অবস্থায়। ভারতের বাবরী মসজিদ মন্দিরে পরিণত হতে যাচ্ছে বুলগেরিয়ার মুসলমানদের তুরস্কে তেড়ে দেয়া হচ্ছে, পৃথিবীতে সরণার্থীদের শতকরা ৮০ জনই মুসলমান, এ ছাড়াও মুসলিম নির্যাতন চলছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এর জন্যে আল্লাহর দরবার কৈফিয়ত দিতে হবে কি শুধু সে দেশের

www.pathagar.com

মুসলমানদের? বাংলাদেশ পাকিস্থানসহ সারা পৃথিবীর মুসলমানদের এ জন্যে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। মসজিদের গায়ে হাত পড়লে ছাড়বে না আল্লাহ দুনিয়ার কোন মুসলমানকেই। আজ ভারতের বিহারে হাজার হাজার মুসলমানদেরকে সেখানকার পুলিশেরাই জবেহ করছে। এতে কি প্রমাণ হয় যে, সেখানে মুসলমানদের বসবাস করার পরিবেশ আছে? যখন পাকিস্থান হয় তখন মাত্র ১০কোটি মুসলমানছিল এ উপমহাদেশে। আর আজ শুধু ভারত বুখন্ডেই প্রায় বিশ কোটি মুসলমান। মাত্র ১০ কোটি মুসলমান যদি তাদের জন্যে পৃথক ভুখন্ড আদায় করে নিতে পারে। তাহলে ভারতের বিশ কোটি মুসলমান কি আজ তাদের জন্য পৃথক আরেকটি মুসলীমদেশ তৈরী করে নিতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। তবে প্রয়োজন হবে ভারতসহ নিকট প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতার। এবং দুরের মুসলমানদের তেমন ভাবে সাহায্য করা যেমন সাহায্য করেছে কাবুলকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাশিয়া। একটি মুসলমানের গায়ে আঁচড় লাগার অর্থ হলো সারা দুনিয়ার মুসলমানদের গায়ে আঁচড় লাগা। এই অনুভূতি যদি সৃষ্টি করতে পারি তাহলেই একদিকে আল্লাহর বিচারে রেহাই পাওয়া যাবে আর অপর দিকে মুসলমানদের জন্য পৃথক শান্তির আবাসভূমি গড়তে পারব। আল্লাহ আমাদের বিগত যুগের ন্যায় সাহায্য করবেন। তবে আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে নিজেদের হতে হবে সত্যকারের মুখলেস, এবং আল্লাহর উপর সম্পূর্ণভাবে ভরসাকারী মুত্তাকীন মুসলমান আর সেই সাথে হতে হবে সত্যকারের মুজাহিদ যারা বিশ্বাস করবে যে এ ধরনের জীবন উৎসর্গকারী মুসলমানদের ময়দানে দেখলেই তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য আসবে এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারন নেই।

আজ আমরা বাংলাদেশে বসে অনেকেই ভারতের খোজ-খবর রাখিনা যে ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকে এমন একটা দিনও যায়নি যে দিন ভারতের কোন না কোন মুসলমানের প্রতি জুলুম-অত্যাচার আসেনি। অথচ তাদেরই প্রতিবেশী হয়ে প্রমাণ করেছি যে আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবেই মর্যাদা দিতে পারি, তা সে যে ধর্মের লোকই হোক না কেন।

www.pathagar.com

আজ লেবাননে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লিতে মুসলমানদের দুধের বাচ্চাদের ফেলে দেয়া হচ্ছে, তাদের পথে ঘাটে যেখানে পাচ্ছে সেখানে হত্যা করা হচ্ছে। আফগানিস্তানে হাজারো মুসলমানদের মেরে ফেলা হচ্ছে। বিদেশের কথা বাদ দিলেও আমরা আমাদের নিজ দেশেই দেখছি ইসলামী হুকুমাত নাই, কিন্তু তা আমাদের দাবী। এই দাবীর কারণে কত ছাত্রদের জবাই করা হচ্ছে, নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। তাদের পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে দেয়া হচ্ছে না। এসব মুসলমান ছেলেদের যারা মারছে তারা জন্ম যে জাতের ঘরেই হোক না কেন তারা যে মুসলমানদের শত্রু তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ একটা বাণী একটু লক্ষ্য করুণ। আল্লাহ বলেন "তাদের অন্তর বা দিল আছে কিন্তু তা দিয়ে তার বোঝে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না, এবং তাদের চোক আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না, তারা চতুস্পদ জানোয়ারের মতো, বরং তার চাইতেও অধম গোমরা।"

আল্লাহর এভাবে বলার কারণ কি তা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করছি।

আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দেখেছি কুরবানীর ঈদের সময় ঈদের নামাজ পড়ে যারা কুরবানী দেবে তাদের কুরবানীর পশু এক জায়গায় আনা হয়, আর ইমাম সাহেব এক একটা করে জবাই করেন। একটাকে যখন চামড়া ছিলা হয় তখন অন্য পশুরা দেখে কিন্তু পশু বলে তারা বোঝে না যে একটু পরে তাকেও নিয়ে জবাই করা হবে। তখন অন্য পশুরা দিব্বি আরামছে ঘাস খায়। আবার তাকে নিয়ে যখন দড়ি দিয়ে বেধে জোর করে শোয়ান হয় এবং পরে তাকেই জবাই করা হয় তখনও অন্য পশুরা দিব্বি আরামছে ঘাস খায়। তারা তখনও বোঝে না যে, আমার ভাগ্যেও ঐ জবাই আছে। সর্বশেষ পশুটা যখন দেখে যে, তারই জাত ভাইদের সবকটাকেই জবাই করা হয়ে গেছে তখনও সে নিশ্চিন্তায় ঘাস খায়। কারণ তারা অবুঝ। আর মানুষের মধ্যে এমন একটা জাত আছে যারা এই কুরবানীর পশুগুলোর চাইতেও বেশী অবুঝ। কুরবানীর পশু না হয় বোঝে না যে একটাকে যে ভাবে জবাই করা হচ্ছে তাকেও সেইভাবে জবাই করা হবে। তাই তারা একটার জবাই দেখে অন্যটা কিছুই মনে করে না। কিন্তু মানুষ যাদের আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন তারা যখন দেখে যে একটা বিশেষ শ্রেনীর বা

www.pathagar.com

বিশেষ বিশ্বাসের লোক মুসলমানদেরকে শুধু এই কারণেই করেছে যে, তারা জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলাম চায়। এই চাওয়ার কারণে যখন মুসলমানদের হত্যা করা শুরু হয়ে গেছে তখন রাশিয়ার একজনকে হত্যা করতে দেখলে বাংলার মুসলমানদেরও বুঝা উচিত যে আমিও ঐ একই কুরবানীর পশুর ন্যায়। তাকে না হয় আগে ধরেছে কিন্তু আমাকেও ধরবে। তবে না হয় ২দিন পরে ধরবে। এই অনুভূতি যাদের মধ্যে নাই তাদেরই কথা আল্লাহ বলেছেন ওরা এই পশুগুলোর চাইতেও অধম বোকা। ওদের তো বুদ্ধি নাই বলে একটার জবাই দেখে আরেকটা কিছু মনে করে না কিন্তু তোমরা মানুষ হয়েও কি বোঝ না যে, যে দোষে লেবাননের মুসলমানরা দুষি, যে দোষে ভারতের মুসলমানরা দুষি, যে যে দোষে আফগানিস্তানের মুসলমানরা দুষি, যে দোষে রাশিয়ার মুসলমানরা দুষি, সেই সঙ্গে অরো খোলাখুলি বলি, সেই একই দোষে জামায়াত শিবির দুষি সেই একই দোষে সমস্ত দাড়ি টুপি ওয়ালা নামাজি মুসলমান মানুষ সবাই দুষি। কাজেই আজ বড় দলটার গায়ে হাত দিয়েছে। ছোট দলটার গায়ে হাত দেবে না তার কোন গ্যারান্টি আছে কি? যারা জামায়াত শিবিরের গায়ে হাত দেয়াতে মনে করে যে "মারুক না ওদের, আমাদের তো কিছু বলছে না" কিন্তু খবরের কাগজে কি তারা দেখেনা যে দাড়ি রাখার কারণে হিন্দু ছেলেকেও শিবিরের ছেলে বলে ধরে মারা হয়েছে? আর আপনি কি মনে করছেন যে আপনার লম্বা কুর্ত্তা দেখে আর মসজিদে ইমামতি করতে দেখে আপনাকেও ছেড়ে দেবে? তা ছাড়বে না। যেমন ছাড়ে নাই স্পেনে তেমন ছাড়বে না বাংলাদেশেও। এই বোধ যাদের নেই তাদের কথাই বলা হয়েছে ওরা "বাল' হুম আদাল" বরং ওরা (ঐ কুরবানীর) পশুর চাইতেও অধম গোমরাহ। এসব ব্যাপারে আল্লাহর হুশিয়ারী সত্বেও যারা হুশিয়ার হবে না তাদের অপমান অপদস্ত লাঞ্চনা যেমন রয়েছে ইহকালে, ঠিক তেমনি শাস্তি রয়েছে পরকালেও।

এ কারণেই আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা বুদ্ধিমান জ্ঞানীগুনি মুসলমান বিশেষ করে আলেম নিজেদের মধ্যকার ভেদাভেদ ভুলে এখনও সময় থাকতে এক হওয়ার চেষ্টা করুণ। মনে রাখবেন ডান হাতকে যেমন বাম হাতের শত্রু মনে করা উচিত না তেমনি কলেমায় বিশ্বাসী মুসলমান

www.pathagar.com

একে অপরকে শত্রু মনে করা উচিত না। এই বোধ কি আমাদের মধ্যে উদয় হবে? আশা করি তা হবে।

একটি কথার পূন ঃ স্মরণ

আমি প্রত্যেককে একটি পুরাণ কথা স্মরণ করাতে চাই। তাহচ্ছে সারা উপমহাদেশে মুসলমানগণ একবার চিন্তা করে দেখুন, আজ থেকে এক হাজার বছর পূর্বে এ উপমহাদেশে একটিও মুসলমান ছিল না। মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যে এ উপমহাদেশে একটি নয়, দু'টি মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হয়ে গেছে। আর এমন অবস্থা আসা কি অসম্ভব যে অল্পদিনের মধ্যে আরো দু'টি মুসলিম ষ্টেট তৈরী হতে পারবে না? আমি মনে করি আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে যে অর্ধশত কোটি হিন্দুদের নিকট অতীতের ভগবান মুসলমান হয়েছে ঠিক তেমনই অল্পদিনের মধ্যেই সারা ভারতে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে। এবং এক হাজার বছর পূর্বে যেমন এদেশ ছিল একমাত্র হিন্দুর দেশ ঠিক তেমনই আর একশত বছরের মধ্যেই এদেশটা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণভাবে মুসলমানের দেশ। তবে এতে প্রয়োজন হবে শুধু মুসলিম ঐক্যের।

আমি সারা বাংলাদেশের এবং গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানাই যে, আপনারা পরস্পরের মধ্যে দলাদলি ছাড়ুল এবং এখনও দিন থাকতে খাটি মুসলমান হয়ে যান। মনটাকে সরল করুন। মনের কালিমা দূর করুন এবং একে অপরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর ভাষায় সীসার দেয়ালের ন্যায় কাতারবন্দি হয়ে এক সঙ্গে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ুন "নাস্‌রুম মিনাল্লাহি ও ফাতহুন কারিব" এর ওয়াদা আল্লাহ আমাদের ব্যাপারেও পালন করবেন। এই আশা পোষণ করেই আমার কথা এখানে শেষ করছি।

www.pathagar.com

আমার প্রস্তাব

১. বাংলাদেশে যতগুলো ইসলামী দল আছে তাদের প্রত্যেক দলের নেতৃবৃন্দের একত্রে একটা বৈঠক হওয়া দরকার। যে বৈঠকে এক দল অন্য দলের মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে বলে মনে করেন কিংবা কাদের বিরুদ্ধে কাদের কি অভিযোগ আছে এটা সম্মুখ আলোচনার মাধ্যমে নিরশণ করা। এবং সত্যকার অর্থে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে যদি কারো কোন ত্রুটি ধরা পড়ে তা সংশোধন করা। অতঃপর দূর থেকে কাদা ছোড়-ছুড়ি বন্ধ করা।

২। "আন আকিমুদ্দিন ওয়ালা তাতাফাররাকু ফিহে" এ নির্দেশের ভিত্তিতে সবকটি ইসলামীদল মিলে একটা ঐক্যজোট তৈরী করা। যাদের দলীয় কর্মসূচী যার যার স্থানে ঠিক রেখে দ্বীন কায়েমের স্বার্থে সর্ব নিম্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা। যার ভিত্তিতে সম্মিলিত ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে একই কর্মসূচী সব দলের পক্ষ থেকেই দেয়া যায় এবং তা যেন সম্মিলিত ভাবে প্রতিপালিত হয়। আর এতে যেন কেউ দলাদলির সৃষ্টি না করে।

৩. আর যারা এ ধরনের সম্মিলিত কর্মসূচী অমান্য করে ইসলাম বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের স্বপক্ষে কোন ইসলামী দলের বিরুদ্ধে দূর থেকে সামলোচনা বা অহেতুক অযৌতিক ফতোয়া বাজিতে লিপ্ত থাকবেন, তাদেরকে ওলামাকের স্যু হিসেবে ইসলামী দলগুলো সম্মিলিত ভাবে রায় দান করবেন যেন সাধারণ মুসলমানদের নিকট তারা চিহ্নিত হতে পারেন এবং তাদের কথায় যেন কেউ কান না দেয়।

৪. সমস্ত আলেমদেরকে কোন না কোন ইসলামী দলের সঙ্গে (যেটার প্রতি তার মনের ঝোক বেশী) সেটাতেই যোগদান করবেন। কোন আলেমই ইসলামী সংগঠনের বাইরে থাকতে পারবেন না। থাকলেই তাকে মনে করা হবে তিনি আল্লাহর রজ্জু ছেড়ে দিয়েছেন।

৫. ক্রমান্বয়ে ইসলামী আন্দোলনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া।

৬. যদি সত্যই আমরা আল্লাহর রজ্জুকে দুনিয়ার সব মুসলমান একই সঙ্গে একই ভাবে আকড়ে ধরতে পারি তাহলে অবশ্যই মুসলীম শক্তি বেড়ে উঠবে এবং সে শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। পৃথিবীর যেখানেই যখন

www.pathagar.com

প্রয়োজন হয় তখন সেখানেই তা ব্যবহার করতে হবে।

৭. যদি কোন দুটি মুসলীম দেশের মধ্যে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যায় তবে সূরা হুজরাতে বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে তা মিমাংসা করার দায়িত্ব পালন করবে এই বৃহত্তম মুসলীম ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠা শক্তি। আর যদি কোন পক্ষ কুরআনী ফয়সালায় রাজী না হয় তবে তার বিরুদ্ধে গোটা মুসলীম শক্তি ততদিন পর্যন্ত লড়তে থাকবে যতদিন না তারা আল্লাহর ফয়সালা মানতে রাজী হয়। এ নির্দেশ খোদ আল্লাহর।

৮. এরপরেও একটা কাজ হতে পারে যা আমি অসম্ভব মনে করি না তহলো আমেরিকায় যেমন যুক্ত রাষ্ট্র সম্ভব হয়েছে এবং ব্রিটেনে যুক্ত রাজ্য সম্ভব হয়েছে তেমন সারা পৃথিবীর মুসলীম রাষ্ট্রগুলোকে কুরআনী আইনের ভিত্তিতে চলতে বাধ্য করা এবং গোটা পৃথিবীতে একটা ইসলামী যুক্ত খিলাফত কায়েম করা এটা অসম্ভব কিছু না। এর জন্য প্রয়োজন শুধু ইখলাসের এবং আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক একমাত্র আল্লাহরই রজ্জু বা আল্লাহরই কুরআনকে সকল মুসলমান একই ভাবে আকড়ে ধরা। দেখা যাক এই প্রস্তাবে কি সাড়া পাওয়া যায় পরে আমার আরো প্রস্তাব আছে যা ক্রমান্বয়ে বলব ইনশাআল্লাহ বাকী আল্লাহর ইচ্ছা। আমার এ প্রস্তাব যদি কারো পছন্দ হয় তবে তারা আমার নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। যারাই আমার সঙ্গে একমত পোষণ করবেন তাদের নিয়ে একটা ইসলামী ঐক্যের সমন্বয় পরিষদ গঠন করার চেষ্টা করা হবে। এতে ফল কতটুকু হবে সেটা আমাদের চিন্তার বিষয় নয়, আমার চিন্তার বিষয় মাত্র এতটুকু থাকবে যে পরকালে আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত দিতে পারব এই বলে যে আল্লাহ তুমি যতটুকু বুঝ দিয়ে ছিলে তার ভিত্তিতে চেষ্টা করার দায়িত্ব যতটুকু আমাদের উপরে ছিল বলে আমরা মনে করেছিলাম, আমরা আমাদের সাধ্যনুযায়ী ততটুকু চেষ্টা করেছি। আর এ চেষ্টা এমনভাবে করতে হবে যেন আল্লাহর দরবারে তা মেকী চেষ্টা বা লোক দেখান চেষ্টা বলে প্রমাণিত না হয় বাকি আল্লাহর মর্জ্জি।

এ প্রস্তাবটা যদিও আমার নিজের। এবং এ ঐক্যের চেষ্টা করা মুসলমান হিসাবে আমার একটা ঈমানি দায়িত্ব। তবুও এটা এমন এক দায়িত্ব যা একা একা পালন করা যায় না। এর জন্যে এমন কিছু আল্লাহর

www.pathagar.com

বান্দাহ দরকার যারা এক যোগে এ দায়িত্ব পাল করে যাওয়ার শপথ নিবেন। এবং বিজ্ঞান সম্মত এমন এক কর্মসূচী গ্রহণ করবেন যাতে করে ঐক্যের চেষ্টা সফল হতে পারে। আমি আবারও বলছি মুসলিম ঐক্য ছাড়া মুসলমানদের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার খুবই অন্ধকার। এবং সামনে চরম ভয় রয়েছে যে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ মুসলমান হিসাবে এদেশে টিকে থাকতে পারবে কি না।

আশা করি সচেতন মুসলমানগণ এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করবেন এবং বিজ্ঞান সম্মত এমন এক কর্মসূচী গ্রহণ করবেন যাতে করে এ ঐক্যের চেষ্টা সফল হতে পারে। ওয়ামা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ।

ওলামা সম্প্রদায়ের প্রতি আমার একটা বিশেষ নিবেদন

(১) আপনারা চিন্তা করুন শয়তানের ওয়াস ওয়াসা সম্পর্কে আল্লাহ কত হুশিয়ার করেছেন। এমনকি আল্-কুরআন তেলাওয়াত করার পূর্বে প্রথমে শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে বলেছেন এর কারণ কি?

(২) আশারায়ে মুবাশ্বিরীণের মধ্যেও মতোবিরোধ ছিল, তবুও দ্বীনের ব্যাপারে তারা একে অপরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগী ছিলেন। ঠিক তেমন কি পারব না দ্বীনকায়েমের ব্যাপারে আমরা একমত হতে?

(৩) ভুল বুঝা-বুঝির কারণে যদিও হযরত আলীর (রাঃ) মধ্যে এবং হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যোবায়ের (রাঃ) এর মধ্যে যুদ্ধও হয়েছিল তবুও তারা আশরায়ে মুবাশ্বিরীণের অন্তভূক্তই ছিলেন। তারা তো কেউ কাউকে বাতিল বলে ফতোয়া দেন নাই। তবে কি আমরা তাদের চাইতেও বড় আলেম হয়ে গেছি যে আমাদের মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝির সৃষ্টি হতে পারে না? অবশ্যই তা পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে যেমন সামনা সামনি আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝা-বুঝির নিরশণ হয়েছিল তেমন আমাদের মধ্যে যদি কোন ভুল বুঝা-বুঝি থাকে তবে তা কি দূর করা যেতে পারে না?

(৪) আমরা কি আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীসের মধ্যস্ততায় নিজেদের ভিতরকার দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারি না?

www.pathagar.com

আমি মনে করি মনটাকে খালেস করে নিতে পারলে আমাদেরও এক দলবদ্ধ হওয়া, আমাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা মোটেও অসম্ভব নয়।

হে মেহেরবান আল্লাহ দুনিয়ার তামাম মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দাও। আমীন ছুম্মা আমীন।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫